মঙ্গলাচরণ।

অভিন্নহৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবীমোহন বন্দ্যো-
পাধ্যায় সদাশয় মিত্রবরেষু।

সখে!

ভবচ্চিত্ত-বিনোদন নিমিত্ত এই শরচ্চন্দ্রিকা খানি প্রস্তুত করিয়া আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম। বিমল শশি-কলা-নিঃসৃত চন্দ্রিকার ন্যায় ইহাও যে শশি-শেখরের শরীর-সঙ্গ-পুণ্যতা লাভ করিবে, তাহা কখনই সম্ভাবিত নহে। তবে [illegible]য় ঔদার্য্য গুণে কপাল-মালার ন্যায় ইহাকেও স্বশরীরে আস্পদ দান করেন, তাহা হইলেই আপনাকে সফলশ্রম বোধ করিব।

এক্ষণে গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে এই প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন এই বালচপলতা দ্বারা বিরক্ত হইয়া এই নবীন লেখকের সোৎসাহ লেখনী পরিচালনের প্রতিবন্ধক না হন, ইতি।

ভবানীপুর।
১২৭৪ আষাঢ়।

শ্রীনকুলেশ্বর শর্ম্মণঃ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

প্রিয়নাথ শিবনাথ	দুই ভ্রাতা বৈদিক মৌলিক ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রনাথ	বৈদিক কুলীন ব্রাহ্মণ।
সনৎকুমার	চন্দ্রনাথের পুত্র।
জ্ঞানধন	প্রিয়নাথের সহাধ্যায়ী।
হরনাথ	চন্দ্রনাথের ভ্রাতা।
বিদ্যালঙ্কার	বৈদিক [illegible] কৌলীন্যাভিমানী ব্রাহ্মণ
বেণী অন্নদা	চন্দ্রনাথের কর্ম্মচারী।
শরৎ	চন্দ্রনাথের কন্যা।
চন্দ্রিকা	হরনাথের কন্যা।
প্রমদা	সখী
তোষিকা	চন্দ্রিকার সহচরী।
মনোরমা	বিদ্যালঙ্কারের কন্যা।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বলিয়া	বলি, যা	১	৮
নাপড়িয়াও নাকি	নাপড়িয়াও	৬	৭
সহস্র দীধিতি	সহস্রদীধিতি	৬	২২
হয় কি না?	হয় কি না।	৮	১৬
জলজা	জলজা,	৮	২৩
হা!	হাঁ	৯	১২
আমার	আমাদের	১৩	২
মুখচন্দ্র	মুখচন্দ্র	১৪	১৫
জ্ঞান ধন এস	জ্ঞানধন, এস	১৭	৪
কাশীশ্বর	হরনাথ	২০	১২
কথার	কন্যার	২৫	১৭
প্রাণসমে।	প্রাণসমা	২৬	৬
মুখশশি	মুখশশি	৩০	৬
ওলক মূলের	ওলকু মূলের	৩৩	২১
বিষ পরিপূর্ণ,	বিষ পরিপূর্ণা,	৩৩	২২
শীঘ	শীঘ্র	৩৭	১১
চন্দ্রিকার মুখ	চন্দ্রিকামুখ,	৪০	৬
বিমান জাত	বিমানেতে	৪২	৯
কুমুদ	কুমুদী	৪৩	২২
যেন একটি	এক একটি	৪৫	৫
শিব।	শিব। সহসা অগ্রসর হইয়া	৪৭	১৩
সম্পাদে	সম্পাদনে	৪৮	১
ছ না	ছেড়েছে না	৫৪	২৪
হিইতেছে	হইতেছে	৫৬	২৩
বকাশে	বিকাশে	৫৬	২৪
বল য়াইতেছি-	চল যাইতেছি	৫৯	১৪

শরচ্চন্দ্রিকা।

নান্দী।

নয়ন মেল ত্রিনয়ন হের বিপদ সংহতি।
হর! হর নাম গুণে হর বিপদ সংহতি॥
চারি দিকে ডাকে শিবা, তোমারে ছাড়িয়া শিবা।
শিবনামা শিব করি, গেলা পরেত বসতি।
হও দেব পশুপতি! দক্ষমৃগ পশুপতি।
গিয়ে শ্বশুর বসতি, হের প্রিয়ার দুর্গতি॥
নহে অস্ত্র অরিন্দম, দেহ দেব মদনদম
বলিয়া চাহিল নন্দী সেই ত্রিশূল জয়তি॥

নটের প্রবেশ।

নট। অদ্য বৈদিককুল ধুরন্ধর মহেন্দ্র ধর মহাশয়ের কন্যার বিবাহ মহোৎসব হইবে। ধর মহাশয় সমাগত সাধু-সমাজ-সমক্ষে একখানি অভিনব নাটকের অভিনয় করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে গৃহিণীকে আহ্বান করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হই (নেপথ্যাভিমুখে) আর্য্যে! একবার এই দিকে এস।

নটীর প্রবেশ।

নটী। আর্য্য! আপনি আবার সকল সভ্যজন সমক্ষে আমাকে আহ্বান করিলেন কেন?

নট। আর্য্যে! আমরা অনেক যত্নে নাট্য শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, সজ্জনগণ সমক্ষে পরিচয় দিয়া তাহা সার্থক করিতে সর্ব্বদা অভিলাষ হয়। অদ্য দেখ দেখি কেমন সভা হইয়াছে! প্রফুল্ল বদন সুরসিক সাধুসমাজ দেখিয়া অভিলাষ পূরণ বাঞ্ছা নূতন হইয়া উঠিয়াছে, এস এক্ষণে একখানি নাটকের অভিনয় করি।

নটী। তবে কোন্ নাটকের অভিনয় করিতে হইবে?

নট। আর্য্যে! শরচ্চন্দ্রিকার ন্যায় মনোরমা শরচ্চন্দ্রিকা নামে একখানি অভিনব নাটিকা প্রস্তুত হইয়াছে, সেই খানিই অভিনয় করা যাউক।

নটী। আর্য্য! আমি গৃহকর্ম্ম অসম্পন্ন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে চলিলাম।

প্রস্থান।

নট। (চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) অদ্য শারদী পৌর্ণমাসী, নিশানাথ অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলেন কোমলা চন্দ্রিকা স্বীয় সহচরীর সহিত সমুদিতা হইল: তবে আমিও প্রস্তুত হইগে।

প্রস্তাবনা।

শরচ্চন্দ্রিকা।

প্রথমাঙ্ক।

উদ্যান।

চন্দ্রিকা ও প্রমদার প্রবেশ।

চন্দ্রি। প্রমদে! শরতের ভাবি ভয়ানক অমঙ্গল স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

প্রম। চন্দ্রিকে! সনৎ যখন এরূপ আচরণ করিলেন তখন আর ইহাতে বাধা দেয় কে বল? তাঁহার ইহা ভাল কর্ম্ম হয় নাই।

চন্দ্রি। কেন তাঁহার দোষ দেও, আপনিই ত দেখিলে সকলেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

প্রম। চন্দ্রিকে! একটি সৎকর্ম্ম করিতে গেলে কত বিঘ্ন উপস্থিত হয়; সে গুলি সমুদায় অবিকৃতচিত্তে সহ্য করিতে না পারিলে কি কখন কার্য্যসিদ্ধি হয়?

চন্দ্রি। কার্য্যসিদ্ধির কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না বলিয়াই ত তিনি অবশেষে প্রস্থান করিলেন; তিনিই ইহাতে প্রধান উদ্যোগী, তিনিই কি আর ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ করিয়াছেন?

প্রম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) চন্দ্রিকে! ঐ দেখ কে আসিতেছে।

চন্দ্রি। একে চিনিতে পারিব না কি?

প্রম। (স্বগত) এত প্রিয়নাথ, সনৎ ইঁহাকেই শরতের বিবাহের নিমিত্ত আনিয়াছিলেন, যাহা হউক চন্দ্রিকার নিকট গোপন করি, পরিচয় পাইলে শরতের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া অধিক দুঃখিতা হইবে সন্দেহ নাই। (প্রকাশে) না উঁহাকে ত কখন দেখি নাই।

চন্দ্রি। প্রমদে! দেখ কেমন মনোরম রূপলাবণ্য! দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন চন্দ্র ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে: না তাহাও নয়।

যদি অকলঙ্ক শশী ভূতলে উদিল:
সখি ভূতলে উদিল গো,
কেন তবে সরোজিনী এবে না মুদিল
সখি এবে না মুদিল গো,
হরষিতা কুমুদিনী নাহি বিকাসিল
সখি নাহি বিকাসিল গো,
তবে বুঝি বিধু নয়; মদন মরিল
সখি মদন মরিল গো,
সে দিনেতে মহেশের কোপাগ্নি দহিল
সখি কোপাগ্নি দহিল গো,
সে ত নয়; তবে বুঝি হইবে কুমার
সখি হইবে কুমার গো,
না না সে যে ষড়ানন বিরূপ আকার
সখি বিরূপ আকার গো,

দেখেছ কি এইরূপ অপরূপ রূপ,
সখি অপরূপ রূপ গো,
সুবিমল বিধু এর নহে সমরূপ
সখি নহে সমরূপ গো ॥

প্রম। হাঁ অতি মনোরম আকৃতি, অতি বিমলরূপ?

চন্দ্রি। প্রমদে! বিমলরূপ কি বলিতেছ; এ যে সমুদায় রূপ একত্র হইয়া মানুষাকার ধারণ করিয়াছে।

প্রম। (সহাসে) চন্দ্রিকে! এই যদি সমুদায় রূপ হইত তাহা হইলে তোমার শরীরও থাকিত না, তোমার শরীর যে কেবল রূপময়।

চন্দ্রি। না প্রমদে! উনি ভিন্ন আর আর সকলের যাহা দেখ সে সকলই যে বিরূপ, রূপ ত নয়, যদি রূপ হইত তাহা হইলে যেমন সমুদায় জল গিয়া জলনিধিতে পতিত হয়, সেইরূপ সেই সকল আসিয়া এই রূপের সাগরের সহিত মিলিত হইত। প্রমদে! উহাকে দেখিয়া আমার মনে যেন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

প্রম। সে কি? কে জ্বালিয়া দিল? এখন ত আর সে মদন নাই, সে যে ভস্ম হইয়াছে।

চন্দ্রি। তাহা সত্য কিন্তু মনও জ্বলিতেছে; বোধ হয় হর কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইয়া গেলে তাহার গুণাবলি নিরাধার হইয়া সেই অগ্নিকেই আশ্রয় করিয়াছিল, সেই কুস্বভাবাপন্ন অগ্নিই আসিয়া আমার হৃদয় দাহনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

প্রম। তাহা নয়, যখন শিব-নয়নানলে কামদেব দগ্ধ হয়, তখন তাহার গুণরাজি জ্বলিতে জ্বলিতে পলায়ন করিয়াছিল, সরিৎ, সমুদ্র প্রভৃতি কোন স্থানে সে অগ্নি অদ্যাপি নির্ব্বাণ হয় নাই বলিয়া এক্ষণে স্বভাব শীতল তোমার লাবণ্য বারিস্পর্শে শীতল হইবার আশয়ে আসিয়া তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

চন্দ্রি। প্রমদে! তুমি না পড়িয়াও না কি ন্যায়শাস্ত্রীর মত বিচার করিতে শিখিয়াছ।

প্রম। চন্দ্রিকে! উহা আমার ক্ষমতা নয়, নিরন্তর সংসর্গদ্বারা চম্পকদলগুণ বস্ত্রের ন্যায়, অয়স্কান্ত-গুণ লৌহের ন্যায়, কুসুমনিকর-গুণ তিলের ন্যায় তোমারই ক্ষমতা আমাতে সংক্রান্ত হইয়া আমাকে সক্ষম করিয়াছে।

চন্দ্রি। উনি এই দিকেই আসিতেছেন, উঁহাকে কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিয়া নয়নদ্বয়ের সার্থকতা সম্পাদনাভিলাষ আমাকে পলায়ন পথ হইতে নিবৃত্ত করিতেছে, এস এই বৃক্ষান্তরালে অবস্থিত হই।

উভয়ের বৃক্ষান্তরালে অবস্থান।

প্রিয়নাথের প্রবেশ।

প্রিয়। হা দগ্ধবিধে? তোমার মনে কি এই ছিল; অশেষ যন্ত্রণা দিয়া অকালে আমার নিধন-সাধনই তোমার অভিপ্রেত (উপবেশন) মন কি দারুণ ব্যাকুল হইয়াই উঠিল। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) ভগবান্ সহস্র দীধিতি! এক্ষণে আপনার সমুদায় তাপ আমার হৃদয়ে অর্পণ করিয়া পশ্চিম-সমুদ্রে অবগাহন করিলেন, হায়!

আমার মত দুর্ভাগ্য আর কে আছে, পিতা মাতা প্রভৃতি পরিজন হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আবার এই হীনবান্ধব দেশে আসিয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, আমার দুঃখ বিভাবরী বোধ হয় আর কখনই বিভাতা হইবে না। বিধাতঃ! তটিনীর ভীষণ তরঙ্গে ফেলিয়া সকলকেই অন্তকের তুষ্টির নিমিত্ত প্রদান করিলে, কেবল কেন আমাকে দুরাশা সহচরীর সহিত জীবিত রাখিলে; বুঝিলাম কেবল কষ্ট দিবার নিমিত্ত।

চন্দ্রি। ইনি কি প্রিয় পরিজন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন? আহা কি দুঃখ! প্রমদে! দেখ দেখ কমনীয় মুখমণ্ডল এক্ষণকার পশ্চিমাকাশের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বদা অশ্রু পতনে নয়নযুগল কোকনদ-শোভা ধারণ করিয়াছে দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত যেন অগ্নি নির্গত হইতেছে, প্রমদে! সেই অগ্নি আসিয়া আমার হৃদয় পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে!

প্রিয়। এক্ষণে অন্ধকারে দিক্‌মণ্ডলের ন্যায় সমধিক দুঃখ-তমোতে আমার হৃদয়াকাশ আক্রান্ত হইল। হায়! কেবল দুরাশার আজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্তই আমার জন্ম হইয়াছিল।

চন্দ্রি। প্রমদে! শোক সময়েও মুখের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন দিননাথ অস্ত গেলেন দেখিয়া সরোজিনী আপনার রমণীয়তা ইহাঁর মুখে সমর্পণ করিয়া মুদিতা হইল।

প্রম। (সহাসে) কেন বল দেখি নলিনী স্বীয় শোভা ইঁহার মুখে স্থাপন করিল?

চন্দ্রি। (সহাসে) চন্দ্র আপন রমণী কুমুদিনী অতিশয় সুন্দরী কোমলা বলিয়া গর্ব্ব করেন এই নিমিত্ত কমলিনী আপনার শোভা দেখাইয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত ইঁহার মুখে সমর্পণ করিল।

প্রম। আর যদি চন্দ্র এমন মনে করেন যে যদি নলিনী এমন সুন্দরী, তবে কুমুদীর প্রকাশন সময় সমুপস্থিত দেখিয়া অপমান ভয়ে মুদিত হয় কেন?

চন্দ্রি। না, তাহা তিনি মনে করিবেন না, কেননা পতিব্রতা স্ত্রী কখনই পরকর আপনার মুখে দিতে দেয় না, ইহা তিনি পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছেন।

প্রম। পরীক্ষা করিলেন কি রূপে?

চন্দ্রি। দেখ নাই? এক এক দিন দিনের বেলায় আকাশে সমুদিত হইয়া দেখেন তেজস্বি সূর্য্যের সমুজ্জ্বল রূপে কুমুদিনী বিকসিতা হয় কি না?

প্রম। না তাহা হইলে কৃষ্ণপক্ষে যখন শশী সমুদিত হয় না, তখন মুদিতা হয় কেন? বরং বল যে তাহার আর এক্ষণে বিকসিত থাকিবার প্রয়োজন নাই সেই নিমিত্তই মুদিত হইল।

চন্দ্রি। সে—কি?

প্রম। সূর্য্য আপনার কিরণজালে সমুদায় জল আকর্ষণ করিয়া লইয়া থাকেন, এদিকে নলিনী জলজা মাতৃমরণে আপনারও মরণ নিশ্চয় করিয়া দলবিস্তার দ্বারা জল

আবরণ করিয়া রাখে, এক্ষণে রবি অস্ত গেলেন সুতরাং আর কোন ভয় নাই দেখিয়া সরোজিনী ও দল সকল সঙ্কুচিত করিল।

প্রিয়। হায়! কেন আমি দুরাশার কথা শুনিয়া নৌকা ভগ্ন ও মগ্ন হইলে সকলকে পুনর্ব্বার পাইব মনে করিয়া অনেক যত্নে নদীকূলে আসিয়া উপনীত হইলাম।

প্রম। উঃ কি দুঃখ ইঁহার পিতা মাতা সকলেই জলে মগ্ন হইয়াছেন।

চন্দ্রি। বোধ হয় এখনও বিবাহ হয় নাই, তাহা হইলে অবশ্যই আপনার প্রাণাধিকা রমণীর নিমিত্তও কিঞ্চিৎ দুঃখ করিতেন।

প্রম। হা! তাহা সম্ভব বটে।

চন্দ্রি। প্রমদে! দেখ দেখ. অল্প অল্প অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, এখন উষা-সময়ে সূর্য্যের ন্যায় ইহার কেমন শরীরপ্রভা প্রকাশ পাইতেছে?

প্রম। চন্দ্রিকে? তোমারও এক্ষণে কমলিনী হওয়া উচিত।

চন্দ্রি। তুমি আবার ব্যঙ্গ আরম্ভ করিলে?

প্রম। না, তুমিই কেন বিবেচনা কর না কমলিনী প্রফুল্লা হইয়া সৌরভ প্রদান না করিলে কি কখন সূর্য্যের প্রীতি হয়?

প্রিয়। হায়! কেন আবার সেই স্থানই আমার শ্মশানভূমি হইল না, কেন সর্ব্বনাশিনী দুরাশার হস্ত ধারণ করিয়া লোকালয়ে আসিলাম?

চন্দ্রি। প্রমদে! দেখ দেখ চক্ষু হইতে অশ্রুজলধারা পতিত হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন সহাস্য শশী তুষার বর্ষণ করিতেছেন।

প্রম। বোধ হয় ইনি ঐন্দ্রজালিক।

চন্দ্রি। কেন?

প্রম। তাহা না হইলে একবার দেখা দিয়াই কি রূপে তোমার মনোহরণ করিলেন।

চন্দ্রি। ইহা তোমার অন্যায় কথা, দেখ চন্দ্র পূর্ব্ব দিকে উদিত না হইতে হইতেই কুমুদীর মন হরণ করেন, ইনি ত অনেকক্ষণ অবধি আমার নয়নপথে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহাতে যে ইঁহার রমণীয় মূর্ত্তি আমার হৃদয় ফলকে উৎকীর্ণ হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?——প্রমদে! এই হৃদয় বিদারক দুঃখকর কথা সকল কি এখনও তোমার মন আর্দ্র করিতে পারে নাই? তবে তোমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণে বান্ধান হইয়াছে।

প্রম। আর্দ্র করে নাই কে বলিল?—তুমি সতৃষ্ণ নয়নে ইঁহাকে দেখিতেছ আর কি ভাবিতেছ দেখিয়া এই কথা বলিলাম।

চন্দ্রি। আর কিছুই ভাবি নাই—কেবল এই মনে করিতেছিলাম যে শরৎ যেমন কোমলা কমনীয়া মাধবী-লতা, তাহাতে এই সুন্দর সহকার তরুর সহিত মিলিত হইলে অপূর্ব্ব শোভা হয়।

প্রম। (সহাসে) যদি তোমার হিংসা না হয়, তাহা হইলে বটে সুখের বিষয় হয়।

চন্দ্রি। (না শুনিয়াই যেন) আর শরতেরই বা এমন ভাগ্য কি ? দাদা কেমন পাত্রই আনিয়াছিলেন ! নিতা-ন্তই দগ্ধ অদৃষ্ট। প্রমদে ! যে বৃক্ষে আমাদের আশা লতা উঠিয়াছিল প্রবল বায়ুতে সেই বৃক্ষই ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এক্ষণে সে লতা কেবল মানুষের পদদলিত হই-বার নিমিত্ত পতিত রহিল !

প্রম। (স্বগত) চন্দ্রিকার এসকল কথা মৌখিক মাত্র, মুখ বিবর্ণ, হস্তধৃত পাণিতল স্বেদজলে অভিষিক্ত হইতেছে, চক্ষুতে জল আসিয়াছে, কথা কহিতে কহিতে বারম্বার সিহরিয়া উঠিতেছে, কথা সকলও উঁহার প্রতি অনুরাগ সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়া উচ্চারিত হইতেছে, অহো ! চন্দ্রিকার এই অবস্থা কোথা আমার পরম সুখকর হইবে, না হইয়া পীড়িত ব্যক্তির নিকট রসালাপের ন্যায় কেবল বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেছে।

চন্দ্রি। প্রমদে ! তুমি কিছু ভাবিতেছ না কি ?

প্রম। হাঁ ভাই শরতের ভাবনায় আমার মন একে-বারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রি। তবে অভাগিনী চন্দ্রিকার ভাবনা কি আর তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না ?

প্রম। কেন ?——দুই ভাবনা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া, উভয় পক্ষেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বল কমিয়া গেলে দুই পক্ষই মিল করিয়া থাকিবে।

চন্দ্রি। এক পক্ষ যদি সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় তাহা হইলে যুদ্ধ স্থানের কর্ত্রী মধ্যস্থ হইয়া উভয় পক্ষই বজায় রাখিবেন।

প্রম। চন্দ্রিকে! সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে রাত্রি হইয়া আসিল, চল বাটীতে যাই।

চন্দ্রি। আমার ত আর পা উঠিতেছে না, কি রূপে বাটীতে যাইব—ইনি* আমার মন প্রাণ অধিকার করিয়াছেন, আর দর্শন না পাইলেও ইনি ভিন্ন আর কেহই আমার হৃদয়রঞ্জক হইতে পারিবে না (দীর্ঘ নিশ্বসন)।

প্রম। (সপরিহাসে) চন্দ্রিকে! যদি এত ব্যাকুল হইয়া পড়িলে তবে নয় তোমার বাহুলতা মালার ন্যায় প্রিয়তমের কণ্ঠশোভা সম্পাদন করুক; এই রাত্রিই তোমাদের বিবাহের শুভ রাত্রি হউক।

চন্দ্রি। তুমি আবার জ্বলাতে আরম্ভ করিলে?

প্রম। চল উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই—

চন্দ্রি। যে তামাসা আরম্ভ করিয়াছ, আমি যাইব না।

প্রম। তোমার মন কুস্বভাবাপন্ন বলিয়া সকলই মন্দ ভাব। আমি বলিতেছি উনি শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এ সময়ে কিছু প্রবোধ বাক্য বলিলে বোধ হয় অনেক সুস্থির হইতে পারেন।

চন্দ্রি। তবে চল যাই—(উভয়ের প্রিয়নাথ সমীপে গমন)।

প্রিয়। (দেখিয়া) দুইটি স্ত্রীলোক আসিতেছে বোধ হইতেছে। উঃ! উহাদের কি মনোরম রূপ লাবণ্য! পশ্চাৎটীর দেহপ্রভায় তমোজাল নিরস্ত হইয়াছে! (প্রকাশে) তোমরা কে গা।

প্রম। আমরা অবলা, বহুক্ষণাবধি আপনার কথ

শুনিয়া দুঃখিতা হইয়া এখানে আসিলাম। পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন ক্ষতি না হয় বলিয়া আমার মন নিরুৎসুক করুন।

প্রিয়। শোভনে! আমার ইতিবৃত্ত বহুবিস্তৃত, এক্ষণে বলিবার সময় নহে, বারান্তরে যেন বলিতে পাই।

চন্দ্রি। প্রমদে! আমি চলিলাম। (প্রস্থানোদ্যত)

প্রম। দেব! আমিও তবে এক্ষণে বিদায় হই, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন্।

প্রমদা ও চন্দ্রিকার প্রস্থান।

(অন্যদিকে শিবনাথ ও সনৎকুমারের প্রবেশ)

শিব। মহাশয়! অনেক স্মরণ করিয়া দেখিলাম, আপনাকে ত চিনিতে পারিলাম না।

সনৎ। আমি যে বিস্মিত হইলাম, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে না কি?

শিব। মহাশয়! আপনার কি কর্ম্ম করিতে হইবে বলুন করিতে স্বীকৃত আছি, কেন আমাকে লজ্জিত ও বিরক্ত করেন।

সনৎ। কেন অনর্থক বাক্যব্যয় কর, এত অধৈর্য্য? এস এই শিলাতলে উপবেশন করি।

শিব। স্বীকৃত আছি।

(উভয়ের উপবেশন)

প্রিয়। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) সন্ধ্যা বিগতা হইল। নিশানাথ স্বীয় রমণীর ব্যভিচারাশঙ্কা করিয়াই

অথবা অন্যাঙ্গনা সম্ভোগ করিবার নিমিত্তই বুঝি এখনও রাত্রির নিকট উপস্থিত হইলেন না, রজনী সেই নিমিত্তই বুঝি যামিনী হইয়া শোকে দুঃখে আপনার শরীর মলিন করিল,—দারুণ দুঃখ তমোজালে আমার হৃদয়ের ন্যায় নিবিড় নৈশ অন্ধকারে দশ দিক্ অবরুদ্ধ হইল,—আশা-খদ্যোত অন্ধকার নষ্ট করিবার নিমিত্ত কল্পনা বৃক্ষের উপর দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু হায়! মুখচন্দ্র ব্যতিরেকে তামসীর তমোনাশ করিতে কি আর কাহারও ক্ষমতা আছে? (দীর্ঘ নিশ্বাসও চিন্তা) এই যে নিশানাথ উদিত হইয়াছেন, উঃ! পতিব্রতা নারী-দিগের মন কি সরল! পতিকে আসিতে দেখিবামাত্র আনন্দে প্রফুল্লা হইয়া অমনি আপনার প্রকৃত-সমুজ্জ্বল রূপ লাবণ্য ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। পতির সমু-দায় দোষ মার্জ্জিত হইল, সমুদায় দুঃখ গেল। হা বিধাতঃ! চিরমগ্ন মুখচন্দ্র সমুদিত হইয়া আমার মানসান্ধ-কার কি কখনই দূরীকৃত করিবে না? আহা! আমার দুঃসময়ে পতিব্রতা সহচরী দুরাশা আমার কত শুশ্রূষাই করিতেছে, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! পরম-প্রণয়িনী আশা আ-মাকে কিয়ৎক্ষণ সেবা করিলেই অমনি শোক প্রণয় বিদ্বেষী হইয়া মনকে অভিভূত করে—(শুনিয়া) বোধ হই-তেছে যেন দুইটি মনুষ্য পরস্পর কথোপকথন করিতেছে, দেখি ইহারা কে। (কিঞ্চিদগ্রেসরণ ও বৃক্ষান্তরালে স্থিতি)।

শিব। মহাশয়! আপনার কি কোন বিষয় কর্ম্ম আছে

সনৎ। ও! আমাকে এতক্ষণ উপহাস করিতেছিলে? এমনই উপহাস, আমি মনে করিয়াছিলাম যে দুঃখ বুঝি তোমার বুদ্ধি ভ্রংশ করিয়াছে।

শিব। এখন আর অধিক দুঃখ কি; যখন ভীষণ নদী তরঙ্গ হইতে কষ্টে সন্তরণে প্রাণ রক্ষা করিয়া তীরে বসিয়া রোদন করিয়াছিলাম, তখন যদি দুঃখ আমার বুদ্ধিভ্রংশ করিতে পারে নাই, তখন আর——

সনৎ। যাহা হউক, গত শোচনার কি ফল; এক্ষণে এস আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি। তোমার কথা শুনিয়া আমার অতিশয় আশঙ্কা হইয়াছিল, সেই নিমিত্তই এখানে আসিয়াছিলাম। দেখ দেখি এত ক্ষণে কত দূর যাইতে পারিতাম।

প্রিয়। ও ব্যক্তিও অতিশয় দুঃখী, আমাদের উভয়ের প্রণয় হইলে, উভয়ের দুঃখবার্ত্তা উভয়কে কহিলে শোকের অনেক লাঘব হইতে পারিবে; নিদাঘসময়ের বদ্ধজলের উপর বর্ষাকালের নূতন জল পতিত হইলে যেমন সরোবর অপেক্ষাকৃত বিমল হয়, সেইরূপ উহার দুঃখজল আমার হৃদয়ে নিপতিত হইলে মানস সরোবর অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইবে সন্দেহ কি? তবে উঁহাদের নিকট যাই—না এখন যাওয়া ভাল হয় না অগ্রে উঁহাদের কথা শেষ হউক।

শিব। কোথায় যাইব, কি নিমিত্ত?

সনৎ। ভ্রাতঃ! কেন আর আশা কর, আমি তোমাকে আনিলাম বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে তোমার আসা

আশা মাত্র হইল; সে জন্য আমি অতিশয় লজ্জিত আছি।

শিব। আমাকে এখানে কি নিমিত্ত আনিলেন, কি বলিতেছেন?

প্রিয়। একি সনৎকুমার না? উঃ! এমনই অন্যমনা যে চিনিতেই পারি নাই: মনে করিয়াছিলাম সনৎ বুঝি যথার্থই আমাকে ফেলিয়া গেল।

শিব। মহাশয়! আমি এক্ষণে বাসায় যাই, মাতা একাকিনী আছেন, রাত্রি হইল দেখিয়া হয়ত কত অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছেন।

সনৎ। বারম্বার উপহাস মনোরঞ্জন হয় না।

শিব। আমি আপনাকে উপহাস করিতেছি না, বরং আপনিই——

সনৎ। (সহাস্যে) হাঁ আমিই উপহাস করিতেছি বটে, চল এক্ষণে প্রস্থান করি।

প্রিয়। সনৎ আমাকে ফেলিয়া যাইবে বলিতেছে, হায়! আমার দগ্ধ অদৃষ্টক্রমে স্নিগ্ধমিত্রও অমিত্র হইল।

শিব। (স্বগত) ইনি আমাকে এদেশ হইতে লইয়া যাইবেন বলিতেছেন আমি ত কখনই যাইব না। দীর্ঘ কালের ভ্রমণান্তে এই স্থানে মাতার দর্শন পাইয়াছি, আর আমার মনও যেন বলিয়া দিতেছে যে এই স্থানেই সকলের সাক্ষাৎ লাভ করিব।

সনৎ। প্রিয়নাথের মন এখনও দুরাশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, আঃ কি কুকর্ম্মই হইয়াছে!

জ্ঞানধনের প্রবেশ।

জ্ঞান। স্থবির মহাশয়কে সেখানে রাখিয়া আসিলাম হয় ত এতক্ষণে তিনি অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছেন। আহা কি দুঃখ! প্রিয়নাথ! তুমি কি জীবিত নাই?

প্রিয়। কে ও! (দেখিয়া) জ্ঞান ধন—এস ভাই—(আলিঙ্গন ও রোদন)।

জ্ঞান। প্রিয়নাথ! পুনর্ব্বার যে তোমার প্রণয় প্রতিম মুখচন্দ্র দর্শনে অধিকারী হইব ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

প্রিয়। জ্ঞান! অদ্য কি শুভ ক্ষণে রজনী প্রভাত হইয়াছে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবল হা হা করিয়া বেড়াইতেছি। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে বহুকালের প্রিয়তম সখার দর্শন পাইলাম।

জ্ঞান। (স্বগত) স্থবির মহাশয়ের কথা এক্ষণে প্রিয়নাথের নিকট না বলিয়া একেবারে পিতা পুত্রে সম্মিলিত করিয়া উভয়েরই অতুল বিস্ময় উৎপাদন করিব। (প্রকাশে)।

প্রিয়নাথ! এস ভাই অগ্রে বাসায় যাই—সেইখানে গিয়া সমুদায় শুনিব। (অপসরণ)

সনৎ। কে আসিতেছে না?

(উভয়ের নিকটাগমন)।

সনৎ। দেখিয়া (স্বগত) একি আমারই চিত্তভ্রম হইয়াছে! কি আশ্চর্য্য! ইহাদের কি আকৃতি-গত কিছুমাত্র ভেদ নাই? (প্রকাশে) প্রিয়নাথ! দারুণ দুঃখাবেগে আমার অতিশয় মতিভ্রম হইয়াছিল।

জ্ঞান। সনৎ বাবু! আপনিও আমাদের বাটীতে আসুন।

সনৎ। (স্বগত) ভ্রমবশতঃ এই ভদ্র লোকটির প্রতি কি অন্যায়াচরণই হইয়াছে, অগ্রে ইঁহাকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা করা উচিত। (প্রকাশে) জ্ঞানধন বাবু! আপনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন বোধ হয় অতি দূর হইতে আসিতেছেন, বরং অগ্রসর হউন, আমি কিঞ্চিৎ পরে যাইতেছি।

জ্ঞান। প্রিয়নাথ! তুমি আমার সহিত এস।

(প্রিয়নাথের সহিত জ্ঞানধনের প্রস্থান)

সনৎ। মহাশয়! আপনার প্রতি অতিশয় অসভ্যতাচরণ করিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনার নাম কি?

শিব। আমার নাম শিবনাথ দেবশর্ম্মা।

সনৎ। আপনার বাসা কোথা?

শিব। প্রায় এক মাস হইল আমি এই গ্রামের প্রান্ত ভাগে এক গৃহস্থের বাটীতে বাসা করিয়া আছি।

সনৎ। আপনার এখানে থাকিবার আবশ্যকতা কি?

শিব। প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইল পিতা স্বীয় সন্তানদ্বয় ও আমার মাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া জলপথে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে নৌকা ভগ্ন হইয়া সকলেই জলমগ্ন হইলাম, বেগবতী স্রোতস্বতী মধ্যে প্রাণপণে সন্তরণ করিতে করিতে অনেক দূরে গিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলাম; পিতা মাতা কোথায় গিয়াছেন, তাঁহারা

জীবিত আছেন কি না? জানিতে না পারিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলাম, অনেক রোদন করিলাম, পরে এক পরম দয়ালু ব্যক্তির আশ্রয়ে দশ বৎসর যাপন করি, তাহার পর ভ্রমণে নির্গত হইয়া অদ্য চারি দিবস হইল এই স্থানেই মাতার দর্শন পাইয়াছি এবং এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছি।

সনৎ। (স্বগত) বোধ হয়, প্রিয়নাথের দুঃখ তমোহর আনন্দ সূর্য্য সমুদিত হইল, যাহা হউক অগ্রে ইহার বাসস্থান দেখিয়া আসি, (প্রকাশে) মহাশয় চলুন আপনার বাসায় যাই।

শঙ্ক। আসুন, আমার পরম ভাগ্য।

উভয়ের প্রস্থিতি।

(যবনিকা পতন)

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

চন্দ্রনাথের ভবন।

চন্দ্রনাথ প্রবিষ্ট।

চন্দ্র। অখিল সংসার, সুখ জলাধার
করিয়া বিধি! সৃজিলে।
কেন হে পালক! তাহে ভয়ানক
চিন্তাকুম্ভীরে রাখিলে॥

হা বিধাতঃ! কেন আমাকে সংসারী করিয়াছিলে! কেনই বা দগ্ধ বৈদিককুলে আমার জন্ম হইয়াছিল, গৃহে বাহিরে যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। লোকগঞ্জনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত মৃত্যু আমার প্রার্থনীয়। (নেপথ্যে পদশব্দ) কে গা?

হরনাথের প্রবেশ।

হর। আজ্ঞা আমি হরনাথ। (নমস্করণ)

চন্দ্র। (সাহ্লাদে) কাশীশ্বর আসিয়াছ, এস ভাই, তোমাকে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, বোধ হয় অকূলসাগরে সুদৃঢ় তরণী লাভ করিলাম, এক্ষণে অনায়াসে সাগর পার হইতে পারিব। আমি অতিশয় বিপদে পতিত হইয়াছি।

হর। কি বিপদ?

চন্দ্র। ভ্রাতঃ! নিতান্ত হতভাগ্য গৃহে শরতের বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাও জ্ঞাত আছ——

হর। তাহার পর?

চন্দ্র। সনৎ আসিয়া বলিল অন্যথা করিব, সে পাত্র ভাল নয়. আমি এক উৎকৃষ্ট বিদ্বান্ পাত্র আনিয়াছি, ইঁহার হস্তেই শরৎকে সম্প্রদান করিতে হইবে। তাহাতেই এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, পরসুখদ্বেষী দুষ্ট বৈদিকগণ সকলেই প্রতিবাদী এবং মানুষপদদলিত ফণীর ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

হর। কেহ কিছু বলিয়াছে?

চন্দ্র। বলে নাই? সে দিন তর্কবাগীশ, রামেশ্বর বিদ্যালঙ্কার আসিয়া বলিলেন যে কন্যা অন্যথা করিলে তোমার বাটীতে কেহ জলগ্রহণ করিবে না, কর্ম্মও নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে পারিবে না।

হর। কেন উঁহাদের ইহাতে ক্ষতি কি?

চন্দ্র। শুনিলাম বরের পিতা আসিয়া উঁহাদের নিকট অনেক কাকুতি করিয়া কহিয়াছেন যে এই বিবাহটি আপনারা মনোযোগ করিয়া সম্পাদন করিয়া দিন্, তাহা না হইলে আর তাঁহারি সন্তানের বিবাহ হইবে না।

হর। তাহার বিবাহের প্রয়োজনই বা কি? কেবল দুঃখের গৌরব বর্দ্ধন মাত্র, তুমি কি তাহাতে সম্মত হইয়াছ?

চন্দ্র। সুতরাং সনৎ ক্ষুব্ধ হইয়া বাটী হইতে প্রস্থান

করিয়াছে (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) ঐ যে বিদ্যালঙ্কার আসিতেছে, উনিই দলের প্রধান।

বিদ্যালঙ্কারের প্রবেশ।

বিদ্যা। (স্বগত) "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"—কত আশাই মনে উদয় হয়, আবার এই এক আশা করিয়া চলিয়াছি দেখি ফলটা কি হয়।

চন্দ্র। আসিতে আজ্ঞা হউক, এই কয় দিন সাক্ষাৎ হয় নাই কেন?

বিদ্যা। আর সাক্ষাৎ; দুঃখের জ্বালায় শরীর অবসন্ন হইয়া গেল, তৈলিকের বদ্ধনেত্র বলদের মত কেবল ভ্রমণই করিতেছি।

হর। (জনান্তিকে) তথাপি গুরুতর দর্পের হ্রাস হয় না।

চন্দ্র। মহাশয়! আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রামানন্দ ন্যায়ালঙ্কার আপনাদের জ্ঞাতি, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত, সেখানে যাইবার না কি কিছু আপত্তি হইয়াছে?

বিদ্যা। সে বেটার বাটীতে কে যাইবে, কে ভোজন করিবে? সে অন্যপূর্ব্বার গর্ভজাত কন্যা বিবাহ করিয়াছে, তাহার বাটীতে এক্ষণে কেবল কুক্কুরে মাত্র ভোজন করিবে। ইহার যদি কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যথা হয় তাহা হইলে শর্ম্মা অব্রাহ্মণ—তাহার বাটীতে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন অপেক্ষা কৈবর্ত্তগৃহে অতি অপকৃষ্ট ভোজনও উত্তম।

চন্দ্র। কেন? ইহাতেই কি সে জাতিভ্রষ্ট হইল?

বিদ্যা (সক্রোধে) কি তুমিও উহাদের মধ্যে এক জন না কি ?

চন্দ্র। ক্রুদ্ধ হন কেন ?

বিদ্যা। যাঃ! আর তোর কথায় প্রয়োজন নাই।
(প্রস্থানোদ্যত)।

হর। মহাশয়! স্থির হউন, স্থির হউন, উনি উপহাস করিয়া কি বলিলেন ইহাতেই কি আপনার ক্রোধপরায়ণ হওয়া উচিত ?

চন্দ্র (জনান্তিকে) গৃহে অন্ন সংস্থান নাই, তাহাতেই এত! যদি থাকিত তাহা হইলে আর মৃত্তিকায় পদক্ষেপ করিতেন না, (প্রকাশে) বিদ্যালঙ্কার মহাশয়! আমরা আপনাদিগের প্রতিপালনীয় ও আশ্রিত; আপনারা আমাদের উপর এত রোষ পরবশ হইলে আর উপায় নাই; দেখুন নগরাজ যদি গুহা প্রদেশে আশ্রয় প্রদান না করেন, তাহা হইলে অন্ধকার দিনকর ভয়ে পলায়ন করিয়া কোথায় থাকিবে ?

বিদ্যা। যাঃ—আমি তোর বক্তৃতা ছটা শুনিতে চাহি না।

চন্দ্র। আমার কি অপরাধ বলুন ?

বিদ্যা। কেন তুই কন্যা অন্যথা করিবি !! আবার—

হর। কেন মহাশয় ? ইহাতে কি দোষ বলুন।

বিদ্যা। দোষ নয় একর্ম্ম শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

হর। শাস্ত্র বিরুদ্ধ কিরূপে হইল ? প্রথমতঃ দেখুন, অবিদ্বান্ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান শাস্ত্র বিরুদ্ধ। আর শাস্ত্রে

লিখিত আছে "বর্ষৈকগুণাং ভার্য্যামুদ্বহেত্রিগুণঃ পুমান্" সমান বয়স্ক পাত্র কন্যার বিবাহ সম্পাদনে এনিয়মেরও বিরুদ্ধাচরণ করা হয়; আর দেখিতে যে অত্যন্ত বিসদৃশ হয় তাহা বলাই বাহুল্য। আর দেখুন আমার দয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স্ক কন্যা অবিবাহিতা রাখিতে পারি না, ঐ বয়স্ক শিশুর হস্তে এই সকল কন্যা সম্প্রদান করিয়া বালকদিগের উন্নতির পথ রোধ করা হয়, তাহাদের কুপ্রবৃত্তি সকলের উত্তেজনা করিয়া দেওয়া হয়, দুঃখের অধিকারসীমা বর্দ্ধন করা হয়। এই প্রকার সম্বন্ধ প্রথা প্রচলিত থাকাতে বাল্যবিবাহ কোন কালেই বৈদিকশ্রেণী হইতে অন্তর্হিত হইবে না, সুতরাং তদনুগত অনুন্নতিও কখন এই হতভাগ্য জাতিকে পরিত্যাগ করিবে না।

বিদ্যা। যাঃ বেটা আমি তোর কথা শুনিতে চাহি না। কন্যা অন্যথা কর, তাহার ফল হাতে হাতে পাইবে।

চন্দ্র। মহাশয়! সে নিমিত্ত আর কেন বলেন, আমি ত আপনাদের কথাতেই সম্মত হইয়াছি, বরং আপনিই এই কর্ম্মের ভার গ্রহণ করুন।

বিদ্যা। (স্বগত সাহ্লাদে) হাঁ এতক্ষণের পর মনোরথ সিদ্ধ হইল—এ বিবাহ সম্পন্ন করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হইবে সন্দেহ নাই (প্রকাশে) যদি তোমার ইচ্ছা থাকে কল্য প্রাতে লোক প্রেরণ করিও আসিয়া বিবেচনা করিব।

(বিদ্যারত্নের প্রস্থিতি)

চন্দ্র। দেখিলে—এখন কি কর্ত্তব্য।

হর। সনতের অন্বেষণে লোক প্রেরণ করা যাউক, আর আর বিষয় সন্ধ্যার পর বিবেচনা করা যাইবে।

চন্দ্র। তবে তুমি এক্ষণে বিশ্রাম কর গে।

হর। হাঁ চলিলাম।

(হরনাথের প্রস্থিতি)

চন্দ্র। (চিন্তা করিয়া) কি কুকর্ম্মই হইয়াছে, তখন সকলের কথা শুনিয়া সনৎকে কত তিরস্কার করিলাম! কেমন উত্তম পাত্রই পাইয়াছিলাম! হয় ত সনৎ আর গৃহে আসিবে না। আহা! কত খেদই করিল। হায়! স্বয়মাগত লক্ষ্মী পাদাঘাতে দূরীকৃত করিলাম, এখন আর তেমন একটি সুপাত্র প্রাপ্তি কঠিন ব্যাপার (চিন্তা) যদি আমার নিতান্তই সমাজ বহিষ্কৃত হইয়াও থাকিতে হয়, তথাপি মূর্খের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কখনই ধর্ম্মের অগৌরব করিব না, এখন দেখি যদি সনৎ ও আনীত পাত্রের কোন অনুসন্ধান হয়। না, আমি কি এক কথার নিমিত্ত জাতিচ্যুত হইব!—যাহা হউক পরামর্শ করিয়া দেখি গে।

(প্রস্থিতি)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(শরৎকামিনীর প্রবেশ)

শর। হা দগ্ধবিধে! কেবল চিরদুঃখিনী করিবার নিমিত্তই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলে (দীর্ঘ নিশ্বাস) —ভ্রাতঃ! কেন আমাকে পরম যত্নে জ্ঞান রত্নে বিভূষিত করিয়াছিলে—আমার নিমিত্ত কত কষ্টই ভোগ করিলে! আমিই তোমার স্বজনগণ ও জন্মভূমি হইতে বিচ্যুতির কারণ। পিতঃ! প্রাণসমো কন্যাকে দুঃখানলে নিক্ষেপ করিতে কি তোমার মমতা হইতেছে না! রে দুরাচার দেশাচার! কবে এ বৈদিককুল তোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, কত দিনে বৈদিক-কুলীন মহিলাগণ মনোমত পতিলাভে সুখিত হইবে, ব্যভিচার দোষ অন্তর্হিত হইবে। হায়! দৈব প্রতিকূল না হইলে কি মনোমত পতি লাভই করিতাম! অভাগিনীর ভাগ্যে ঘটিবে কেন!—আহা কি মনোরম রূপমাধুরী! কি কমনীয় গুণরাজি ব্যঞ্জক প্রশান্ত মূর্ত্তি! এমন কি অদৃষ্ট—এমন কি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য আছে যে এমন পাত্রের হস্তন্যস্তা হইব! এখন কোথায় রহিয়াছেন! দূরগত হইলেও আমার হৃদয় হইতে

অন্তর হইতে পারেন নাই, হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেব হইয়া সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। কতদিনে সেই রমণীয় মূর্ত্তি পুনর্ব্বার আমার নয়নগোচর হইবে!

(চিন্তা)

অন্য দিকে মনোরমা ও তাহার দুই সহচরীর
প্রবেশ।

মনো। সুদর্শন কত, প্রতি মনোমত,
প্রাণের প্রতিম মম প্রাণের প্রতিম,
সদা বিদ্যমান, ছায়ার সমান,
আনন্দ অসীম মম আনন্দ অসীম।

১ম। যথা শশী অগণন শিশু সহচর
প্রতিমূর্ত্তি পড়ি এক জলের ভিতর
তথা চিত্ত চিত্র পটে প্রিয়তম চয়
বিরাজ করিছে যেন পটেচিত্রময়।

২য়। যথা বর্ত্তমান সূর্য্য সমুদায় জলে—
ছায়াময়; বোধ হয় বহুসূর বলে,
সেইরূপ সকলের হৃদয়ের মাঝ
আমার আকৃতি সদা করিছে বিরাজ,

মনো। শরীর অনেক সখা প্রণয় আধান,
পৃথিবীতে কেবা সুখী আমার সমান,

১ম । কেমনেতে সকলের মানস তুষিব,
কেমনে সকল সখা প্রণয় জানিব,
কেবল ভাবনা এই মানসে উদয়
হতেছে, সকল চিন্তা হইয়াছে ক্ষয়।
২য় । কিন্তু সে নূতন সখা আকৃতি মধুর
সদাই জাগিছ মনে করিছ বিধুর,
যখন তাঁহার সনে করি সহবাস
মানি বিকসিত ফুল পরিপূর্ণ বাস,
তখন মানসে তুচ্ছ হয় স্বর্গবাস
পূর্ব্ব সখাগণ বোধ হয় হীন বাস,
প্রণয় পঙ্কজাসনে হৃদিসরোবরে
বসাতে মানসেশ্বরে মন ত্বরা করে ;
সুখে সুখালাপ করি মানস জুড়াই
ইতর বান্ধবগণ প্রেম ভুলে যাই ।
তুচ্ছ হয় তাঁহাদের প্রণয় তখন
যে মানস তাঁহাদের প্রণয় প্রবণ ।
মনো । প্রিয়তম সখা কাছে জীবন অর্পণ
করি, অনুমানি হল সফল জীবন,
ধন প্রাণ তাঁর কাছে অদেয়ত নয়,
মনে হয় এপ্রণয় হোক নিরাময় ।

১ম। যখন একাকী আমি শতশ কল্পনা
সমুদয় হয় মনে, বাড়ার ভাবনা ;
কভু ভাবি নিজভাব গোপন রাখিব,
না দেখাব প্রেমভাব, কথা না কহিব,
তাহাতে তাঁহার ভাব পরীক্ষা করিব
যদি শঠ নাহি হন আদর পাইব
কিন্তু হায়! যদি তাহা বিষময় ফল—
প্রসূতি লইয়া উঠে, ভাবনা বিফল
হয়, তাহে সখা কাছে আদর না পাই
তৈলেতে বার্ত্তাকুসম ক্ষোভে জ্বলে যাই

ম। কিম্বা যদি প্রিয় সখা অযুক্তাচরণ
করেন ভুলিয়া তবে দুঃখে জ্বলে মন,
তখন প্রথম পরিত্যক্ত পতিচয়
গুণময় বোধ হয় যেন সুধাময়
তাঁদের নিকটে যাই অভিমানে জ্বলি
কুকর্ম্ম করেছি বলে অনুতাপে জ্বলি
প্রিয় তম-সখাকথা হয় বিষময়,
অতি প্রিয়াপ্রিয় কথা প্রাণেতে কি সয়?

মনো। যদি দেখি কখনও বরুণ চিক্কণ

১ম। সুন্দর সুগুণ যুত যুবক সুজন—

২ য়। অমনি মুদ্রিত হয় আকৃতি শোভন
হৃদয় ফলকে মম; ——

মনো। ——————————প্রণয় প্রবণ—
অমনি হইবা উঠে নব আশী মন,

১ ম। কেমনে প্রণয় পুষ্পে তাঁহাকে পূজিব

২ য়। দেহ হতে তাঁর প্রাণ কাড়িয়া লইব

মনো। কেমনে সে মুখ-শিশ-সুবচন সুধা—

১ ম। —ক্ষুধাতুর মানসের মিটাইবে ক্ষুধা

২ য়। -অভিন্ন হৃদয়ে হয়ে দোঁহে সুখে থাকিব

মনো। সুখ দুখ ভাগী তাঁরে সযতনে করিব

১ ম। এই চিন্তা সদা হয় উপনীত মনেতে

২ য়। ভাবনা নিরত হই তাঁকে এক মনেতে

মনো। সচঞ্চল মম মন কভু স্থির হয় না
সদা চিতাচিন্তানলে জ্বলি আর সয় না,।

১ম। (দেখিয়া) এ আবার কে আসে।

২য়। মনোরমে, এস আমরা প্রস্থান করি

(উভয়ের প্রস্থিতি)

মনো। আজ প্রমদা, অনেক দিন দেখা হয় নাই. একবার দেখা করিয়া যাই,

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রম। মনোরমে! আমি গোপনে থাকিয়া সমুদায় শুনিয়াছি—তুমি বেস মানুষ ভাই।

মনো। আমার কি দোষ বল, পিতা যে পাত্রে সম্প্রদান করিয়াছেন!!!

শর। যাই—সরোবরের তীর্থ সোপানে উপবেশন করিগে, সরোবর জলাসারবাহী সমীরণ আমার সন্তাপ দূর করিবেন (কিঞ্চিতদপসরণ ও উপবেশন) কই সমীরণ দেব সন্তাপহর না হইয়া বরং যে সন্তাপকরই হইয়া উঠিলেন (চিন্তা)

মনোরমা ও প্রমদার নিকট গমন)

শর। কেও মনোরমা, বহুকালের পর যে—

প্রম। মনোরমার এখন কত কর্ম্ম তাহাতেই ব্যতিব্যস্ত,

শর। মনোরমে! তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পিতা তোমাকে শ্বশুরালয় প্রেরণ করেন না কেন! —আর তুমিই বা যাইতে চাও না কেন?

মনো। তাহা আর কি বলিব বল—গতবারে আমি শ্বশুরালয় গেলে আমার শ্বশুর এক দিন আমাকে সুন্দরী যুবতী দেখিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমি বাটীতে আসিয়া তাহা পিতাকে বলিয়াছিলাম, তাহাতে পিতার সহিত শ্বশুরের বিবাদ হইয়াছে; যাঁহার সহিত বিবাহ হইয়াছে তিনি আবার এমন বুদ্ধিমান্ যে তাঁহার পিতা এখানে আসিতে ও আমার

সহবাস করিতে নিষেধ করাতে তাহাই শিরোধার্য্য করিয়াছেন!

শর। যাহা হউক শ্বশুরের এমন কর্ম্ম

মনো। তুমিও পরিত্রাণ পাইবে না—সে পাত্রে যদি বিবাহ হয় তাহা হইলে এযাতনা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

শর। মনোরমে! আমি মনে মনে এক জনের হস্তে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছি, এক্ষণে যদি অন্যের সহিত বিবাহ হয়, তাহা হইলে শরীর অপবিত্র হইবার পূর্ব্বেই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব।

প্রেম। মনোরমার পিতাই এসকল অনর্থের মূল।

শর। যাহা হউক—সে কথায় প্রয়োজন নাই।

প্রেম। শরৎ! চন্দ্রিকা অদ্য কহিতেছিল যে শরৎ যখন অত্যন্ত বুভুক্ষা পীড়িত হইয়া আহার করিতে বসিবে অমনি আমি বলপূর্ব্বক সমুদায় গ্রহণ করিয়া তাহাকে সকল আশায় বঞ্চিত করিব।

শর। জগদীশ্বর বঞ্চিত করিবেন না, অবশ্যই আমার বুভুক্ষা নিবারণের কোন বিধান করিবেন।

প্রেম। শরৎ! আমার প্রাণে অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতেই আমি তোমাকে বলিলাম—ইহাতে আমার দোষ ক্ষমা করিও।

শর। কি হইয়াছে কি?

প্রেম। বুঝিলে না—

শর। না আমিত কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

প্রম। চন্দ্রিকা প্রিয়নাথের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছে, সর্ব্বদা এই উপবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে—আর প্রতিজ্ঞাও করিয়াছে যে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবে, তাহা হইলেই তোমার।—

শর। তিনি ত দাদার সহিত প্রস্থান করিয়াছেন।

প্রম। না আমি কল্যও সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহাকে এই উদ্যান হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়াছি।

শর। সেকি? পিতা এক দিন বলিয়াছিলেন বটে যে তাঁহাদের অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিব—কিন্তু অবশেষে আগরা সে অভিলাষ তাঁহাকে মনে মনেই দমন করিতে হইয়াছে।

প্রম। আমি যদি অদ্যই তাঁহাকে তোমার নয়নগোচর করিতে পারি—

শর। তবে এত দিন বল নাই কেন?

প্রম। যখন বিবাহ হইল না নিশ্চয় জানিলাম, তখন আর তোমার মনের শান্তি ভঙ্গে প্রয়োজন কি বলিয়াই বলি নাই, যাহা হউক দেখিলে বিশ্বাস করিবে কি না?

শর। হাঁ তাহা হইলে বিশ্বস্তা হই। (স্বগত) তাহা হইলে কিন্তু আর প্রাণধারণ করিতে পারিব না, চন্দ্রিকারও মুখ দর্শন করিব না—উঃ? চন্দ্রিকা কি লোহিত বর্ণ ভলকফুলের ন্যায় বাহিরে সারল্য ব্যঞ্জক প্রশান্ত রমণীয় মূর্ত্তি অভ্যন্তরে বিষ পরিপূর্ণ! (প্রকাশে) যাহা হউক তাহা কিরূপেই বা সম্ভব—দাদা কি আশার কথায়

ভরসা করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান নাই, অথবা এই গ্রামেই কোথাও প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন?

প্রম। নিশ্চয়ই অদ্য আমি তোমাকে প্রিয়নাথ প্রিয়নাথ দর্শনে অধিকারিণী করিব।

মনো। তোমরা থাক—আমি চলিলাম, আমার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে।

প্রম। চল আমরাও এক্ষণে যাই। (অপসরণ)

শর। (আপনার ঔৎসুক্য ভাব গোপন নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) প্রমদে! আমি কত যত্নে এই নবমালিকা লতা সহকার বৃক্ষে উঠাইয়া দিয়াছিলাম—এক্ষণে চূতমুকুল প্রসূত হইয়াছে—নবমালিকাও পুষ্পিতা; কি মনোহর শোভাই হইয়াছে!

প্রম। শরৎ! ইহাকি মানসপ্রীতিকর? যখন রমণীয়া শরল্লতা মনোমত বৃক্ষাশ্রয় করিবে—যখন তাহাদের বিমল প্রসূন প্রসূত হইবে, তখন তাহা দেখিয়া নয়ন মন অপূর্ব্ব প্রীতি লাভ করিবে।

শর। (না শুনিয়াই যেন) দেখ প্রমদে! অলিকুল একবার সহকার মঞ্জরীর মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া তাহার দিকে আবার নবমালিকার সুগন্ধে আকৃষ্ট-মনা হইয়া তাহার দিকে যাইতেছে, আমিই এই দুই বৃক্ষে একত্র করিয়া ভ্রমরগণের এই আকুলতার কারণ হইয়াছি; দেখ দেখ দুই সপত্নী যেমন স্ব স্ব আবাস গৃহে স্বামীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার বিলাস, বিভ্রম ও আপনাদের উৎকৃষ্ট গুণরাজি প্রকাশ করে, ইহারাও সেইরূপ

কুতহিল্লোলে কম্পিত হইয়া অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন সুবাস বিতরণ প্রভৃতিদ্বারা নায়কমোহন কার্য্যে রত রহিয়াছে।

প্রম। ইহার পর শরৎ ও চন্দ্রিকা, সহকার মঞ্জরী নবমালিকার এবং প্রিয়নাথ ভ্রমরের সাদৃশ্য লাভ করিবেন।

শর। প্রমদে! আমাকে সহকার মঞ্জরী না বলিয়া বরং নবমালিকা বল।

প্রম। নবমালিকা অপেক্ষা চূতমঞ্জরীর গৌরব অধিক।

শর। না প্রমদে! একে মঞ্জরী অতিশয় উগ্র, তাহাতে আবার দেখ যখন দেখিল—নায়ক ভ্রমর বারম্বার সপত্নীর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি-পাত করিতেছে, মধ্যে মধ্যে তাহার দিকে ধাবিতও হইতেছে, তখন কোকিলকে আহ্বান করিয়া আপনাকে তাহার সম্ভোগার্থ প্রদান করে।

প্রম। তাহা হইলেত মঞ্জরীরই জয়; দেখ কোকিলকে আহ্বান করিয়া আনিলেও ভৃঙ্গ তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, আবার পাছে সপত্নীপতি বলিয়া অবজ্ঞা করে এই ভয়ে স্পর্শও করিতে পারে না, প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, গুণ গুণ শব্দে মঞ্জরীর গুণ গান করে, সুতরাং সে দুই দিকই প্রাপ্ত হয়।

শর। সে শঠ নায়ক বলিয়াই পুনর্ব্বার উগ্রচূত-

মঞ্জরীর নিকট যায়—বাস্তবিক সুপ্রণয়ী নায়ক নম্রশীলা নায়িকার উপরই বদ্ধপ্রণয় হন। দেখ চন্দ্র প্রদোষ সময়ে সমুদিত হইয়া যখন দেখেন যে কুমুদী লজ্জায় অবগুণ্ঠনাবৃতমুখী, তখন জলের ভিতর গিয়া তাহার পাদ গ্রহণ পর্য্যন্ত করেন, তাহার মান ভঙ্গ করিয়া আমোদে প্রবৃত্ত হন; আর নলিনীকে অপ্রাকৃতমুখী দেখিয়া উদ্ধতা বলিয়া ঘৃণা করেন, অমনি অপমানে নলিনী মলিনী হইয়া যায়।

মনো। তোমরা বিলম্ব করিতে লাগিলে, তবে আমি চলিলাম।

শর। চল আমরাও যাই, (সকলের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন।)

॥ ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক ॥

তৃতীয়াঙ্ক ।

গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী গৃহ ।

সনৎকুমারের প্রবেশ ।

সন। আহা বহুকালের পর বৎসমিলিতা পয়স্বিনীর ভাগ্যে একি বিষম বিড়ম্বনা উপস্থিত! ভীষণ অকূল সমুদ্রে নিরাশ্রয়ে প্লবমানা অবলা যদিও আবার সমুদ্র-সন্তরণক্ষম তরণীলাভ করিল, তথাপি তাহা ক্লেশ দানোৎসুক বিধির হৃদয়ে সহ্য হইল না, অবিলম্বেই তৎপ্রেরিত এই দুরাচার-প্রবল-পবনে তরণীখানি দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। হায়! এবার আর এদীনা শমন সদনদর্শনোৎসুকা অবলাকে কে নিস্তার করিবে!

হায়! কেন আমি শিবনাথের সঙ্গে ইহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ কালস্বরূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, কেনই বা শীঘ্র আসি বলিয়া গিয়া জ্ঞানধনের আলয়ে দুই তিন দিন আমোদে কালযাপন করিলাম! সকলই বিধাতার বিড়ম্বনা মাত্র, না হইলে স্বভাব স্নেহরস পরিপ্লুত হৃদয়া জননী, আগন্তুক অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির অন্বেষণের জন্য কেনই বা জীবন সর্ব্বস্বভূত প্রিয় পুত্রকে পাঠাইবেন।

(চিন্তা)

বোধ হয় শিবনাথ বাস্তবিক ইঁহার সন্তান নহে; শমন, পিনা বৃদ্ধার দুঃখদুঃখিত শমন দেব বুঝি স্বসদনে স্থখ-পাদপচ্ছায়ে ইঁহাকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত তনয় বেশে আসিয়া ছলনা করিয়া গেলেন, যখন দেখিলেন কলস-স্পৃক্তি কর্ত্তন করিয়া লইয়া গেলে ঔষধির ন্যায় এ সন্তান অন্তর্হিত হইলে এ দীনা স্থবিরা আর কখনই পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে না, তখন অন্তর্দ্ধান হইলেন। শমনদেব। স্বভবনে আতিথ্য প্রদানে বৃদ্ধাকে স্থখিতা করিবার নিমিত্তই যদি তোমার অভিলাষ ছিল—তবে ছলনা করিয়া এত কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? (চিন্তা)

আঃ! কি ভূতাবিষ্টের ন্যায় মিথ্যা কল্পনা করিতেছি—যাহা হউক এক্ষণে কি কর্ত্তব্য—মাতাকে লইয়া আমাদের গ্রামে যাই এবং এক মিত্র ভবনে গুপ্তভাবে থাকিয়া শিবনাথের অন্বেষণ করি।———উঃ কি দুঃখ।

(প্রস্থান)

শিবনাথের প্রবেশ।

শিব। হায়! একের অন্বেষণে নির্গত হইয়া সকলকেই হারাইলাম, বহুকালের পর অনেক কষ্ট ভোগের পর মাতার সাক্ষাৎ পাইলাম—তাঁহা হইতেও বিচ্যুত হইতে হইল; আবার কি আশ্চর্য্য! কেহ কেহ অতি পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ করে, কিন্তু কাহারও সহিত আমার পরিচয় নাই একি দস্যুদিগের দেশ? আমাকে বিমোহিত করিবার নিমিত্তই

কি ইহারা এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে—আবার কল্য আমাকে তাহাদের বাটীতে লইয়াগেল—সকলে এমন ভাব প্রকাশ করিল যেন সেখানে আমি বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলাম; শেষে ভীত হইয়া সকলের অজ্ঞাত সারে পলায়ন করিলাম; তাহাদের মনে কি ছিল বলিতে পারি না (চিন্তা)

এক্ষণে কোথায় যাই——————কি আশ্চর্য্য! দিনযুগ নীরদমালায় সমাচ্ছন্ন থাকিলে দিনকর মূর্ত্তি না দেখিয়াও স্বভাববিহারাগারে প্রিয়তমের শুভাগমন হইল জানিয়া কমলিনী যেমন মুখাবরণ দূর করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে, সেইরূপ প্রিয়মুখ না দেখিয়াও আমার মন প্রফুল্ল হইতেছে; বোধ হয় অদ্য অনেক দিবসের পর প্রিয়তমা চন্দ্রিকার দর্শন পাইব।

যাই তবে উপবনে, সরলা সরল মনে
মনে মনে মনপ্রাণ যথা মোরে সঁপিল,
প্রফুল্ল কুসুম কলি, হেরিয়া মানস অলি,
যথা তার পাছে পাছে পলায়ন করিল,
পান করিবারে মধু, যথা সমুদায় মধু
অলিকুল; মত্ত হয়ে বারণ না মানিল
ফেলিয়া শরীর তথা, ফল নীত হল যথা
দূরন্ত লজ্জায় হাতস্থিত বেগে ধাইল,

দূরে যাইলেও ফুল, বসন্ত চূতমুকুল,
সম একবার দৃষ্ট বাসে মন মোহিল,
সুকুসুম অনুগত, মন না হল আগত,
বুঝি মননিজ সখী তারে প্রেমে বাঁধিল।

(পরিক্রমণ)

আহা! কি সকল প্রেমপ্রতিম চন্দ্রিকার বুক,
তাপিত জনের মন হতে দূর করে দুখ,
কোথা পিতা, কোথা মাতা বলি সদা বাসি দুখ
ক্ষণপ্রভা সমক্ষণ তারে দেখি হল সুখ।
শরীরের প্রভাজাল তম করিল হরণ,
মনের ; লোকের যথা দেব লোক বিলোচন,
(এই ত সেই উপবন)—— —— (পরিক্রমণ)

আর এই শূন্য উপবনে প্রবেশ করিয়াই বা কি করি (চিন্তা) হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য। ধনি সন্তান হইয়াও দীন ভাবে কাল যাপন করিতেছি, চন্দ্রিকার অভিমত হইলেও তাহার পিতা মাতা আমার হস্তে সম্প্রদান করিবে কেন? কেবল বৃথা আশার কথায় গুরুতরবিঘ্ন সমূহপ্রতীকারপ্রত্যাশা করিতেছি—ছিন্নমূলা লতাবলম্বনে খর-রবি-কর-নিবারণ প্রত্যাশায় কত ক্ষণে কৃতকার্য্য হওয়া যায়!

অন্যদিকে চন্দ্রিকা ও তোষিকার প্রবেশ।

। চারিদিকে পরিজন, তবু স্থির নহে মন
প্রিয়তম সুবদন সদা মনে জাগিছে,
কবে প্রিয়সখা সনে, উপবেশি একাসনে
হেরিব সে মুখ শশী সদা মন ভাবিছে।
কবে সে বচন সুধা, পিয়ে মিটাইব ক্ষুধা,
চকোর চাঁদের যেন গলদেশে ধরিয়া.
সেকর পল্লব করে, সদা মম করে রবে,
অনুরাগ ভরে রব কর পানে চাহিয়া—
কবে তাঁর ধরি গলে, হাসি হাসি কুতূহলে
হৃদয় নিলয় খুলি বসাইব মাঝারে,
কবে মম দুখ কথা, কমাইতে মন ব্যথা
জানাইব মন দুখ অতি দুখি সখারে,
কবে মুখবিধু ধরে, প্রেমে আলিঙ্গন করে
আনন্দের কথা বলি সুখী তাঁরে করিব,
কবে গিয়ে ধিরি ধিরি, সহসা গলায় ধরি
প্রিয়তমসখা বলি রাগ তাঁর ভাঙ্গিব।
যখন না সখাসনে, থাকি গৃহেতে বিজনে
তখনি সদাই মনে আসে সব ভাবনা,
যবে তাঁহার সকাশে থাকি মানস উল্লাসে

তখন সকল ভুলি, শেষে সই যাতনা,
ত্রপা দারুণা তখন, আসি কার নিবারণ
মানস সরোজাসনে হৃদয়েশে রাখিতে—
ইচ্ছা হয় বটে মনে, তুমি তাঁরে সযতনে
অনুরাগ থাকে মনে নাহি দেয় বলিতে,
পরে হলে অদর্শন, অনুতাপে জ্বলে মন
যেমন কুরঙ্গ বিদ্ধ মৃগয়ুর বাণেতে ;
হয়ে শয়ান শয়নে, সদা ভাবি মনে মনে
যদি হেন মন্ত্র পাই ধিমানজাত গমনে—
যাই সেই সুখঘরে যেখানে শয়ন করে
আছেন মানসেশ্বর সুগভীর স্বপনে।
কভু হয় মানসেতে, প্রিয় সখা এগৃহেতে
যদি উপনীত হন এসময়ে আসিয়া,
বসয়ে হৃদয়াসনে, গাঢ়তর আলিঙ্গনে,
অনুপমসুখরসে থাকি সদা ডুবিয়া—
যখন মানসে হয়, কখন বিপন্ন হয়
যদি প্রিয়তম হৃদয়ের অধিদেবতা,
যদিও জীবিত যায়, সম্মতা হইব তায়,
জীবিতপ্রিয়বিপদ করিবারে শমতা—
দিব প্রেম পুষ্পহার, তুষিব মন তাঁহার

আমি তাঁরে ভাল বাসি ভালমতো জানাব,
দোঁহে সমবেত হয়ে, প্রণয় কলিকা লয়ে
পরম যতন করি মনসাধে ফুটাব।

তোষি। চন্দ্রিকাকে অন্যমনস্ক করিতে না পারিলে দেখিতেছি এই চিন্তাতেই উন্মত্ত হইবে। (প্রকাশে) চন্দ্রিকে! কোন্ দিন কে কিরূপে তোমার মনোহরণ করিল।

চন্দ্রি। ভাই! একদিন দেখিলাম চন্দ্র ভূমিতলে অবতরণ করিয়াছেন—

তোষি। আঁ। চন্দ্র কি দস্যুাপহারী, ইহা যে অতিশয় লাজের কর্ম্ম।

চন্দ্রি। সে কি?

তোষি। জাননা—চন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার শরীরের কিয়দংশ তোমার মুখনির্ম্মাণার্থ প্রদান করিলে বিধাতা তদ্দ্বারা তোমার মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—দেখ নাই শরীরের যেস্থান হইতে তিনি দিয়াছিলেন সেই স্থানে কিছু নাই বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ দেখায়—একণে সকলেই চন্দ্রকে কলঙ্কী বলিয়া নিন্দা করে, নিন্দা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তোমার মুখ হইতে সেই স্বশরীরাংশ পুনর্গ্রহণ নিমিত্ত পৃথিবীতে আসিয়া ছিলেন।

চন্দ্রি। (সহাস্যে) কেন দিয়াছিলেন,

তোষি। (সহাস্যে) দিবসে তোমার মুখ দেখিয়া কুমুদ প্রস্ফুটিতা হইলে সূর্য্যের কর তাহার মুখে

পড়িবে—তাহা হইলেই পরস্পরতা বলিয়া চন্দ্র তাহাকে উপহাস করিতে পারিবেন।

চন্দ্রি। (অন্যমনস্ক ভাবে) তোষিকে! আবার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তোষি। চন্দ্রিকে! কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর. যিনি তোমাকে ও তোমার মন্মথকে রূপময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি মন্মথকে ঘটক করিয়া পাঠাইয়াছেন— তিনি অবশ্যই তোমাদের সংযোগ বিধানও করিবেন।

চন্দ্রি। তোষিকে! আমাদের এমন কি অদৃষ্ট!— কোন পরমভাগ্যবতী রমণীর অঙ্ক শোভার্থে জগদীশ্বর তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন!

তোষি। চন্দ্রিকে! এস তীর্থ সোপানে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করি, সরঃশীকরবাহী সুগন্ধ মন্দানিল তোমার হৃদয়ের তাপ দূর করিবেন।

চন্দ্রি। কি বলিলে সখি! সমীরণ সুশীতল
অতি তাপতপ্তচিত করিবে শীতল?
আছে বটে শক্তি তার গ্রীষ্ম নোদিবারে,
অন্তরে যাতনা মম; কি করিতে পারে?

(চিন্তা) তোষিকে! শুনিয়াছি মলয় পর্ব্বতে অনেক বিষধর সর্প আছে, পবন দেব অদ্য বোধ হয় তাহাদের বিষ-বহন করিতেছেন, না হইলে প্রাণকর হইলেও প্রাণহর হইবেন কেন!

তোষি। বোধ হয় তিনি স্বয়ং মদন, না হইলে

তোমাকে একেবারে এমন উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন কিরূপে?

চন্দ্রি। তিনি স্বয়ং মদন নহেন, কিন্তু তাঁহার শরীর হইতে যে সকল প্রভা-কিরণ নির্গত হইয়াছিল তৎসকলই মদনের যেন একটী শরের ন্যায় হইয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।

তোষি। তাহা কিরূপে হইবে, লোকে মদনকে পঞ্চশর বলে, তাহা কি মিথ্যাকথা?

চন্দ্রি। না তাহা মিথ্যা নয়—তিনি পঞ্চশর বটেন, কিন্তু সূর্য্য যেমন একমাত্র হইলেও তরঙ্গিত জলে শত শত দেখায় সেইরূপ সেই পঞ্চমাত্র শর আমার হৃদয়ে শত শত হইয়াছে; দুরাত্মন্ মদন!—তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত একটি শরও রাখিলি না—সমুদায়ই আমার হৃদয়ে নিখাত করিলি। (চিন্তা।)

সংহর সংহিত শর ওহে সুকুসুমশর
মর্ম্মসর পঞ্চশর অধিনীরে মের না,
বহুশার পঞ্চশর! তব পুষ্পপঞ্চশর
পেয়ে মনে অবসর, প্রাণ হরে হের না,
হয়ে তুমি পুষ্পশর, হও লোক মর্ম্মসর,
বিষধরশরধর! অধিনীরে মের না।

তোষিকে! আমার মন আর এখন আমার নয়, বিবাদ করিয়া স্বৈরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে!

তোষি। চন্দ্রিকে! একেবারে এত ব্যাকুল হইয়া উঠিলে

চ। তোষিকে! আমি ব্যাকুল নই, বরং আমি সুস্থির হইবার নিমিত্ত, অলভ্য বলিয়া কত প্রবোধ দিতেছি কিন্তু মন কোন মতেই সুস্থির হইতেছে না।

তোষি। চন্দ্রিকে! ঐ দেখ দুইটি লোক এই দিকে আসিতেছে, বোধ হয় সনৎকুমার—চল আমরা এই দিকে যাই (অপসরণ)

(সনৎকুমার ও প্রিয়নাথের প্রবেশ)

সন। প্রিয়নাথ! সকলই আনন্দের হইল—কেবল একটি দারুণ দুঃখ। আমি সে নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত আছি।

সন। তাঁহার অন্বেষণ পাওয়া গেলেই এই বিবাহ মহোৎসব অতুল সুখের বিষয় হইবে—তাঁহার বৃদ্ধা জননী নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন?

প্রিয়। তিনি কি তাঁহাদের সেই গৃহেই আছেন,

সন। না যে দিন পিতা আমাকে বটীতে আনিলেন, তাহার পরদিবসেই আমি মিত্রভবন আমার অজ্ঞাত বাসস্থল হইতে তাঁহাকে বাটীতে আনয়ন করিয়াছি। প্রিয়নাথ! তুমি কি কল্য জ্ঞানধনের বাসায় গিয়াছিলে?

প্রিয়। না।

সন। (স্বগত) সে কি, যোগেন্দ্র আসিয়া বলিল "প্রিয় নাথ জ্ঞানধন বাবুর বাসা হইতে শশব্যস্ত হইয়া বহির্গত হইতেছেন দেখিয়া আসিলাম"—প্রিয় নাথ ও যান নাই,

হয় শিবনাথও হইবেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের আকৃতিগত কিছুই বিভেদ নাই।

শিব। স্ত্রীলোকের কথায় আর বোধ হইতেছেনা দেখি দেখি ইহারা কে—(পরিক্রমণ) এই না আমার হৃদয়েশ্বরী সেই চন্দ্রিকাকোমলা চন্দ্রিকা! আহা কি অনির্বচনীয় রূপ মাধুরী!—কত দিনে এই শোভন বাহু যুগল বাঁধিয়া মল্লিকামালার ন্যায় আমার কণ্ঠ শোভা সম্পাদন করিবে।

চন্দ্রি। হৃদয়বল্লভ! তব আকৃতি মধুর
হৃদয় ফলকে মম রয়েছে অঙ্কিত,
সদা চিন্তা করিতেছি এক মনে নাথ!
তোঁহে; তুমি কি আমারে স্মরণ করিছ?

শিব। নানা প্রিয়তমে মম হৃদয়দেবতে!
স্মরণ মানস ধর্ম্ম, মানস আমার
তোমার নিকটে আছে কেমনে স্মরিব?
বঞ্চিত হইয়া আছি স্মৃতিসুখভোগে।

তোষি। চন্দ্রিকে এই দিকে দেখ দেখ এই বুঝি তোমার মন্মথ, সাক্ষাৎ মন্মথের ন্যায় তোমার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত এখানে রহিয়াছেন!

চন্দ্রি। দেখিয়া—মৃদুস্বরে। হাঁ। তোষিকে! আমার হৃদয় মধ্যে যে নিরন্তর অগ্নি জ্বলিতেছে ইনিই সেই বহ্নিস্থাপ

মন। প্রিয়নাথ! পিতা যে এই বিবাহ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার কারণ জান?

চন্দ্রি। (মৃদুস্বরে) তোষিকে! প্রাণেশ্বরকে সম্মুখে দেখিয়া প্রাণ উঁহার নিকট গেল আমাকে অচলের ন্যায় অচল হইয়া এইখানেই পতিত থাকিতে হইল।

তোষি। চন্দ্রিকে! তোমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই; তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত উঁহাকে তোমার সমীপে আনিতে গিয়াছে, দেখনা কেন উনি এই দিকেই আসিতেছেন।

প্রিয়। না আমি তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না।

মন। পিতার এবিবাহে বিলক্ষণ সম্মতি ছিল, আমরা প্রস্থান করিলে বারম্বার অনুতাপ ও এই বিবাহ সম্পাদনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে অগত্যা তাহা হইতে নিরস্ত হইতে হইয়া ছিল। সম্প্রতি কিছু দিন এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াগিয়াছে—

প্রিয়। (ব্যগ্র ভাবে) কি হইয়াছে।

মন। যে দিবস আমরা এখানে প্রথম আসি সেই দিন রাত্রিতে যে দুষ্টতম বৃদ্ধব্রাহ্মণ দলের অগ্রসর হইয়া বলিল যে যদি এবিবাহ সম্পন্ন হয় তাহা হইলে তোমাদিগকে সমাজচ্যুত করিব, আর সাধ্যানুসারে একার্য্যে বিঘ্ন সম্পাদনেও ত্রুটি করিব না ——

প্রিয়। কর্ত্তাও ত সেই কথায় ভীত হইয়া অসম্মত হইলেন।

সন। সেই বৃদ্ধই আমাদের এই সমুদায় কষ্টের মূল ও জাত্যভিমানি দুষ্টদলের প্রধান—তাহার মনোরমা নামে এক যুবতী কন্যা আছে, কন্যা ত কখন শ্বশুরালয়ে যায় না, জামাতার পিতা মাতাও কি কারণে ক্রোধবশ হইয়া স্বীয় পুত্রকে কখন এখানে প্রেরণ করেন না—সম্প্রতি কন্যাটি একটি ভ্রূণ হত্যা করিয়াছে; সামর্ষ পিতৃব্য মহাশয় তাহা জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করেন, এবং স্বয়ং অগ্রণী হইয়া অন্যের ভবনে তাহার ও তাহার ভবনে অন্যের গমনাগমন পর্য্যন্ত নিষেধ করিতে যত্নবান্ হন, আর রাজদ্বারে প্রকাশ করিবার ভয়ও প্রদর্শন করেন; বৃদ্ধ ভীত হইয়া এক দিন রাত্রিতে আসিয়া পিতৃব্য মহাশয়ের পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অনেক অনুনয় বিনয় করে—আর আমাদের কোন কার্য্যে সে আপত্তি করিবে না স্বীকার করে, যাহা হউক, এক্ষণে প্রধান ভঙ্গে অন্য অন্য দুষ্টগণ সকলেই আপত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে।

প্রিয়। অতিশয় আনন্দের বিষয় যে দাম্ভিকের দর্পচূর্ণ হইয়াছে।

সন। কেবল একটিমাত্র বিষয় আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল——

প্রিয়। সনৎ! পরিচয় না থাকিলেও আমার প্রীতি-প্রবাহ উচ্ছ্বলিত হইয়া তদভিমুখে বহমান হইতেছে, সহোদরের ন্যায় তাঁহার প্রতি মন অনুরক্ত হইয়াছে—

সন। শুন দেখি——ঐদিকে কে কথা কহিতেছে না?

প্রিয়। (শুনিয়া) স্ত্রীলোকের কথার ন্যায়,—কে কে পরস্পর কথা কহিতেছে।

(বেণীর প্রবেশ)

বেণী। (প্রিয়নাথের প্রতি) মহাশয়! সে দিনে পথে সে প্রকার ব্যবহার করিলেন কেন?

প্রিয়। কি প্রকার?

বেণী। আমি জিজ্ঞাসা করিলে আপনি যেন আশ্চর্য্য হইয়া উঠিলেন—আবার এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যেন আমার সহিত কখন পরিচয় হয় নাই।

প্রিয়। কে, আমি?

বেণী। আমিও মনে করিয়াছিলাম যে শোকোদয় হওয়াতে ইনি আত্মবিহ্বল হইয়াছেন।

মন। সে কয় দিবস হইল?

বেণী। তিন্ কি চারি দিবস অতীত হইল।

প্রিয়। এখানে আগমনাবধি আমি এক দিবসও বহির্গত হই নাই।

মন। (স্বগত) বোধ হয় বেণীরই ভ্রম হইয়াছে শিবনাথের সহিতই উঁহার এইরূপ ব্যাপার হইয়াছে—যাহা হউক তিনি এইগ্রামেই আছেন—অবশ্যই সন্ধান পওয়া যাইবে।

বেণী। যাহা হউক তাহা লইয়া বিবাদে প্রয়োজন নাই——কর্ত্তা আপনাকে ডাকিতেছেন।

মন। প্রিয়নাথ! তবে তুমি যাও,—আমি কিঞ্চিৎ বিলম্বে যাইতেছি।

(বেণীর সহিত প্রিয়নাথের প্রস্থান)

মন। দেখি এখন ইহারা কে কথা কহিতেছে (পরিক্রমণ) (দেখিয়া) একি শিবনাথ! উঃ! অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছিলাম—অন্বেষণও করিতে হইল না—একি, চন্দ্রিকা নয়, শিবনাথের সহিত কথোপকথন করিতেছে, বোধ হয় উহাদের প্রণয়োৎপাদন হইয়া থাকিবে—তাহা হইলে অতিশয় সুখের বিষয় হইবে, পিতৃব্য মহাশয়ের অভিমতে এই বিবাহের সহিতই ইহাদেরও বিবাহ মহোৎসব হউক, এক্ষণে ইহাদের কথোপকথন কিয়ৎক্ষণ অন্তরাল হইতে শ্রবণ করি।

চন্দ্রি। প্রিয়তম! এক্ষণে এরূপ বলিতেছেন বটে, কিন্তু পরে যখন শরৎকে দেখিবেন তখন আর এ হতভাগিনীকে স্মরণ করিবেন না।

শিব। (স্বগত) শরৎ আবার কে, যাহা হউক সে কথার প্রয়োজন কি। (প্রকাশে) প্রাণাধিকে! ইহাও কি সম্ভব হয়!

চন্দ্রি। পুরুষদিগের উপর কি বিশ্বাস আছে; দেখুন, নলিনী মধুময়ী কোমলা—আর কত যত্নে হৃদয়ে স্থান দান করে তথাপি অতৃপ্ত মধুকর কেতকীর অসাধারণ রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া তাহার নিকটে যায়।

শিব। সে শঠনায়ক বলিয়াই যায়—আর তাহার প্রতিফলও বিলক্ষণ ভোগ করে।

স্থন। বাটীতে গিয়া ইঁহাদের বিবাহের কথা উত্থাপন করা যাউক, এখন শিবনাথের নিকট যাওয়া উচিত হয় না, বাটীতে গিয়া লোক দ্বারা আহ্বান করিয়া পাঠাই।

(প্রস্থান)

চন্দ্রি। এক্ষণে চন্দ্রিকা, মনোহারিণী ও কোমলা, পরে যখন বিকশিত শরৎ-কামিনী-কুসুম মনোরম সুবাস-দানে মানসের চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে—তখন কি আর আমরা—

তোষি। চন্দ্রিকে! প্রদোষ সমুপস্থিত—প্রাণেশ্বর সমীপে বিদায় লও (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) ঐ দেখ কে আসিতেছে।

চন্দ্রি। হাঁ চল (শিবনাথের প্রতি) জীবিতনাথ! অধিনী কি আপনার স্মরণ পথে বর্ত্তমান থাকিবে?

শিব। জীবিতেশ্বরি! তুমি আমার হৃদয়ের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ, যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন তোমার মূর্ত্তি সর্ব্বদা আমার নয়নোপরি বর্ত্তমান থাকিবে।

তোষি। চন্দ্রিকে! শীঘ্র চল।

চন্দ্রি। জীবিতেশ্বর! লজ্জা-পরবশা অধিনী বিদায় প্রার্থনা করিতেছে, আর আমার প্রগল্‌ভতা দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

(চন্দ্রিকা ও তোষিকার প্রস্থিতি)

শিব। প্রিয়তমে! যেমন অপরাহ্ণে বৃক্ষচ্ছায়া দূরে গমন করিলেও বৃক্ষপরিত্যক্তা হয় না সেই

রূপ দূরগতা হইলেও আমি তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারিব না—তুমি আমার নয়নের জ্যোতিঃ, অন্ধের যষ্টির ন্যায় আত্মার একমাত্র অবলম্বন, হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত-প্রস্তরময়ী হৃদয়াধিদেবতা প্রতিমূর্ত্তি। অয়ি জীবিতেশ্বরি! নিশাহীন ম্লানমূর্ত্তি নিশাপতি যেমন, অন্যাধিকারে অবস্থান রূপ অপমান স্বীকার করিয়াও দিবাভাগে সমুদিত হইয়া প্রিয়ার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন সেইরূপ কেবল তোমার পুনর্দ্দর্শন প্রত্যাশায় এ হীনজীবন শরীর ধারণ করিতে লাগিলাম।

অন্নদার প্রবেশ।

অন্নদা। মহাশয়! সনৎ আপনাকে ডাকিতেছেন।

শিব। (চকিত ভাবে) তিনি কোথায়?

অন্ন। তিনি বাটীতে গেলেন।

শিব। সনৎকুমার কি বাটীতে আসিয়াছেন? চল যাই।

(প্রস্থান)

—০০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চন্দ্রনাথের অন্তঃপুরৈকদেশ।

(শরৎ ও প্রমদার প্রবেশ)

শর। নিশানাথ! অদ্য কি তুমি অস্তাচলে যাইবে না?

প্রম। শরৎ! চন্দ্র প্রতিদিন ঊষার রমণীয় মাধুর্য্য দূর হইতে দেখিয়া মোহিত চিত্তে তাহার করে আত্ম-সমর্পণ করেন, কিন্তু সূর্য্যপক্ষপাতিনী ঊষা প্রতিদিনই বিশ্বাসঘাতকতাচরণ পূর্ব্বক তাঁহার ক্ষয় সাধন করে; অমৃতময় বিধুর এই দুরবস্থা দেখিয়া প্রিয়তমা নিশা অদ্য ঊষার দিকে চাহিতে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছে।

শর। (না শুনিয়াই যেন) দিননাথ! স্বীয় খরকর চয়ে দর্পিত-বিধুকে মলিন করিয়া শীঘ্র সমুদিত হও।

প্রম। শরৎ! একেবারে এত অধীর হইলে কেন? কল্য আবার এই বিধুকে চির-জীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।

শর। প্রমদে! দিননাথ বিমলকর দ্বারা নিশাকে গাঢ়-আলিঙ্গন করিতেছেন দেখিয়া আমার অতিশয় ঈর্ষ্যা হইতেছে।—নিশে! প্রাণনাথ সমাগমে গর্ব্বিত সূর্য্যের খরকর-তপ্তের ন্যায় বিরহ-তপ্ত অন্তঃকরণ শীতল করিতেছ! কর, কেন আবার আমার হৃদয় দগ্ধ কর—চকোর! কলঙ্কী-চন্দ্রমার সুধারস পান করিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছ?—কল্য যখন আমি জীবিতনাথের অকলঙ্ক-মুখ-শশি-সুধা পান করিব তখন দর্প চূর্ণ হইবে ভাবিতেছ না।

প্রম। শরৎ! কিঞ্চিৎ শান্ত হও, আকাশস্থ তুষার-বর্ষী সহসা চন্দ্রমার ন্যায় তোমার মুখচন্দ্র অবিশ্রান্ত অশ্রু বর্ষণ করিতেছে—নিশা, এতক্ষণ তুষারবর্ষণ করিছে না দেখিয়া সন্দিগ্ধা ছিল—এক্ষণে অশ্রুতুষার-

বর্ষণ দর্শনে বীত-সন্দেহ হইয়া অধিকতর মনোরম নিষ্কলঙ্ক-মুখশশী প্রাপ্ত হওয়াতে আহ্লাদে আরও অধিকক্ষণ থাকিবে তাহা হইলে তোমার মনোরথ সিদ্ধির বিলম্ব সম্ভাবনা।

শর। প্রমদে! এস ছাদের উপর যাই, প্রণয়ি-শ্রেষ্ঠ নিশাপতি অমৃত বর্ষণ করিয়া আমার হৃদয়ের সন্তাপ দূর করিবেন!

প্রম। না, তিনি করিবেন না।

শর। কেন?

প্রম। প্রথমাবধি তোমার শরীর প্রভায় হীনপ্রভ বিধু তোমার উপর জাত ক্রোধ আছেন, কেন এখন তোমার হৃদয়ের তাপ দূর করিবেন? বরং তোমার অশ্রুপাত দেখিয়া সহসা একটা উপহাস করিতে পারেন।

শর। (সহাস্যে) কি উপহাস করিবেন?

প্রম। হয় ত বলিবেন—যেমন দরিদ্র ব্যক্তি উৎকৃষ্ট আহার দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত পাইয়া একেবারে বিবেক-শূন্য হইয়া অপরিমিত আহার করে পরিশেষে সহ্য করিতে না পারাতে উদ্গার করিয়া ফেলে, সেইরূপ এই ইন্দীবর দ্বয় আমার ক্ষরিত অমৃত অধিক পান করিয়া পরিশেষে বমন করিয়া ফেলিতেছে।

শর। আমি তোমার বর্ণনা শুনিতে চাহি না—এস বাহিরে যাই।

প্রম। না শরৎ! এ অত্যন্ত ভয়ানক সময়; এই গবাক্ষ দ্বার দিয়া দেখ, পৌষ শশী শীতপীড়িত

হইয়াই যেন অশ্রুর ন্যায় অজস্র তুষার বর্ষণ করিতেছেন,—সম্মুখের কোন বস্তুই দৃষ্টি গোচর হইতেছে না—যেন একখানি সিক্ত শুভ্র বিতান চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকিয়া নয়নাবরণ করিতেছে, প্রাণকর হইলেও সমীরণ প্রাণহর রূপে বহমান হইতেছেন, বোধ হয় লোককে ভয় দেখাইবার নিমিত্তই এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

শর। রজনী কি অদ্য বিভাতা হইবে না;—প্রমদে! ঐ শুন দেখি কোকিল ডাকিতেছে না? বোধ হয় নিশা বিভাতা হইল, জীবিত নাথের মুখদর্শন সময়ও নিকটবর্ত্তী হইল।

প্রম। শরৎ! একেবারে দারুণ ব্যাকুল হইয়া উঠিলে? —নিশীথ সময়েও চন্দ্রিকা-প্রদীপ্ত নিশাতে পক্ষীরা উষা বোধ করিয়া শব্দ করে।

শর। প্রমদে! না জানিয়া শুনিয়া চন্দ্রিকার সহিত কি কুব্যবহারই করিয়াছি; সরলা ভাগিনীকে কত কুবাক্যই বলিয়াছি, এখন কি মনে করিতেছে, আমাদের বাল্যকালের সহচরী, অলীক বিষয় লইয়া তাহার সহিত বিবাদ করিয়াছি, কি বলিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাইব, কি বলিব, কত অপরাধই হইয়াছে ... (অশ্রুমোচন)

প্রম। শরৎ! আর রোদন করিলে কি হইবে, অশ্রুবেগ সম্বরণ কর; দেখ তোমার মুখমণ্ডলের ন্যায় পূর্ব্ব দিশা ঈষৎ লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন লজ্জালুকা নবোঢ়া বধূ মৃদুমন্দ হাস্যপ্রকাশে আপনার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিতেছে।

শর। প্রাচী বুঝি আমার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া অতিশয় রোদনেই আপনার মুখ রক্তবর্ণ করিতেছে, তবে দিননাথ অতি শীঘ্রই প্রেয়সীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত আসিয়া সমুদিত হইবেন।

প্রম। শরৎ! এত ব্যস্ত হইলে কেন? দিবাগমনের এখনও বিলম্ব আছে—দেখ দেখ প্রকৃতির অনুজ্জ্বল-হীরক সকল-সুশোভিত সমুজ্জ্বল নীলাম্বর মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে।
(নেপথ্যে) দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, ওঁ প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং। আপদস্তস্য নশ্যান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।

প্রম। সবিস্ময়ে শরৎ! ও গৃহে কে শয়ন করিয়া আছে?

শর। জ্ঞানধন বাবু কল্য একটি প্রাচীন মনুষ্যকে আনিয়াছেন—তিনি পিতার অধ্যাপক, পিতা তাঁহাকে এই গৃহে রাখিয়াছেন।

প্রমদে! প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, স্বরাজ্য-ক্রম-গোদ্যত প্রবল পরন্তপতি-ভয়ে নৃপতির ন্যায় নিশানাথ, প্রচণ্ড-তেজস্বি-রবিভয়ে পলায়ন করিয়া কুমুদীর আশা সহিতই অস্ত-গিরি-গুহায় লুক্কায়িত হইলেন। স্নিগ্ধ-কর শশীর দুরবস্থা দর্শনে পক্ষীগণ খেদরব করিয়া আপনাদের হৃদ্গত দুঃখ জানাইবার নিমিত্তই যেন স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দিগ্-দিগন্তরে ধাবমান হইল—তাহাদের কলরবে ও পতৎ-পতত্র-শব্দে বোধ হইতেছে যেন আকাশ মণ্ডল সমস্ত রাত্রি নিদ্রার

পর এক্ষণে প্রবোধিত হইয়া উঠিল ; এস এক্ষণে বাহিরে যাই, আর ভিতরে থাকিতে পরিতেছিনা ; মন জীবিত-নাথ বদন দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

(উভয়ের কিঞ্চিদপসরণ)

প্রম। এই যে বৃদ্ধটি আসিতেছেন, উনিই তোমার পিতার সহাধ্যায়ী ?

(কাশীশ্বরের প্রবেশ)

কাশী। হা জগদীশ্বর !

শর। হাঁ—দেখেছ কেমন প্রশান্ত মূর্ত্তি !

প্রম। শরৎ ! যাঁহার নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে তিনিই ঐ দেখ আসিতেছেন।

শর। (দেখিয়া) প্রমদে ! বালক যেমন প্রতিমার নাম শুনিয়া দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া যায় ; পরিশেষে প্রতিমা দেখিতে পাইলেই অমনি স্তম্ভিতপ্রায় দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ প্রাণেশ্বরকে সম্মুখে দেখিয়া আমার আর গতি শক্তি নাই—এস এই দ্বারের অন্তরালে দণ্ডায়মান হই।

(প্রিয়নাথ ও সনৎকুমারের প্রবেশ)

প্রিয়। সনৎ ! কৈ পিতা কোথায় ? আমার কি এমন ভাগ্য হইবে যে পুনর্ব্বার পিতৃচরণ-দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ করিব।

সন। উৎসবের পর উৎসবই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত।

প্রিয়। তবে আবার এখানে দণ্ডায়মান হইলে কেন?

সন। ঐ যে জ্ঞানধন বাবু আসিতেছেন—উঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই।

প্রিয়। দেখিয়া, ঐ যে পিতা—এই দিকেই আসিতেছেন (বেগে ধাবমান হইয়া) তাত! প্রণাম করি। কাশীশ্বরের চরণে পতন)

(জ্ঞানধন ও শিবনাথের প্রবেশ)

জ্ঞান। শিবনাথ! ঐ দেখ সনৎ বাবু আমাদের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, একটু শীঘ্র এস।

শিব। (স্বগত) জ্ঞানধন এত প্রাতঃকালে আমাকে এখানে আনিলেন কেন? কিছু বলিতেছেন না, কি আশ্চর্য্য! মানসপদ্ম বিকশিত হইয়া আমার অতি নিকটবর্ত্তিশুভ বিজ্ঞাপন করিতেছে, হতভাগ্যের অদৃষ্টে আর কি মঙ্গল ঘটিবে—(প্রকাশে) বল যাইতেছি, (অপসরণ)

সন। জ্ঞানধন বাবু! মাতা আসিলেন না?

জ্ঞান। হাঁ তিনি পশ্চাৎ আসিতেছেন।

শর। প্রমদে! দেখ দেখি ইঁহাদের আকৃতিগত কি কিছুমাত্র বিশেষ আছে? আমাদের যে ভ্রম হইয়াছিল তাহার অসম্ভব কি বল?—যাহা হউক চন্দ্রিকাকে কিছু বুঝাইয়া বলিলেই—তাহার অভিমান দূর হইবে, ভগিনী অতিশয় সরলা, আমাদের প্রণয়ও দৃঢ়মূল।

(মাতা ও চন্দ্রিকার প্রবেশ)

চন্দ্রি। এই যে এখানে জীবিতেশ্বর ও আর আর অনেকে রহিয়াছেন, আর অগ্রসর হইতে পারি না— এই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হই। (সেই দিকে কিঞ্চিদপসরণ)

শিব। দেখিয়া, সবিস্ময়ে, একি পিতা আসিয়াছেন (উচ্চৈঃস্বরে) তাত! আমি আপনার অধম তনয় শিবনাথ—প্রণত হই।

মাতা। একি—এসকল কি ইন্দ্রজাল-সম্ভূত (উচ্চৈঃ-স্বরে) জীবিতেশ্বর! জীবিত আছ? (পতন ও মূর্চ্ছা)

শরৎ। এই যে চন্দ্রিকা আমাদের নিকটেই আসি-তেছে (কিঞ্চিদগ্রসর হইয়া) সরলে চন্দ্রিকে! আমার সমুদায় দোষ মার্জ্জনা কর—ভগিনি! অজ্ঞানতা-বশতঃ তোমার প্রতি যে অতিশয় কুব্যবহার করিয়াছি, আপ-নার স্বভাব সুলভ সরলতাগুণে সে সমুদায় বিস্মৃত হও——এস এক্ষণে আমরা পরস্পর আলিঙ্গন করি (আলিঙ্গন) আর জগদীশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করি যে এখন হইতে আমাদের প্রণয় অবিচ্ছিন্ন হউক।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

(সম্পূর্ণ)

(যবনিকা পতন)